boierpathshala.blogspot.com

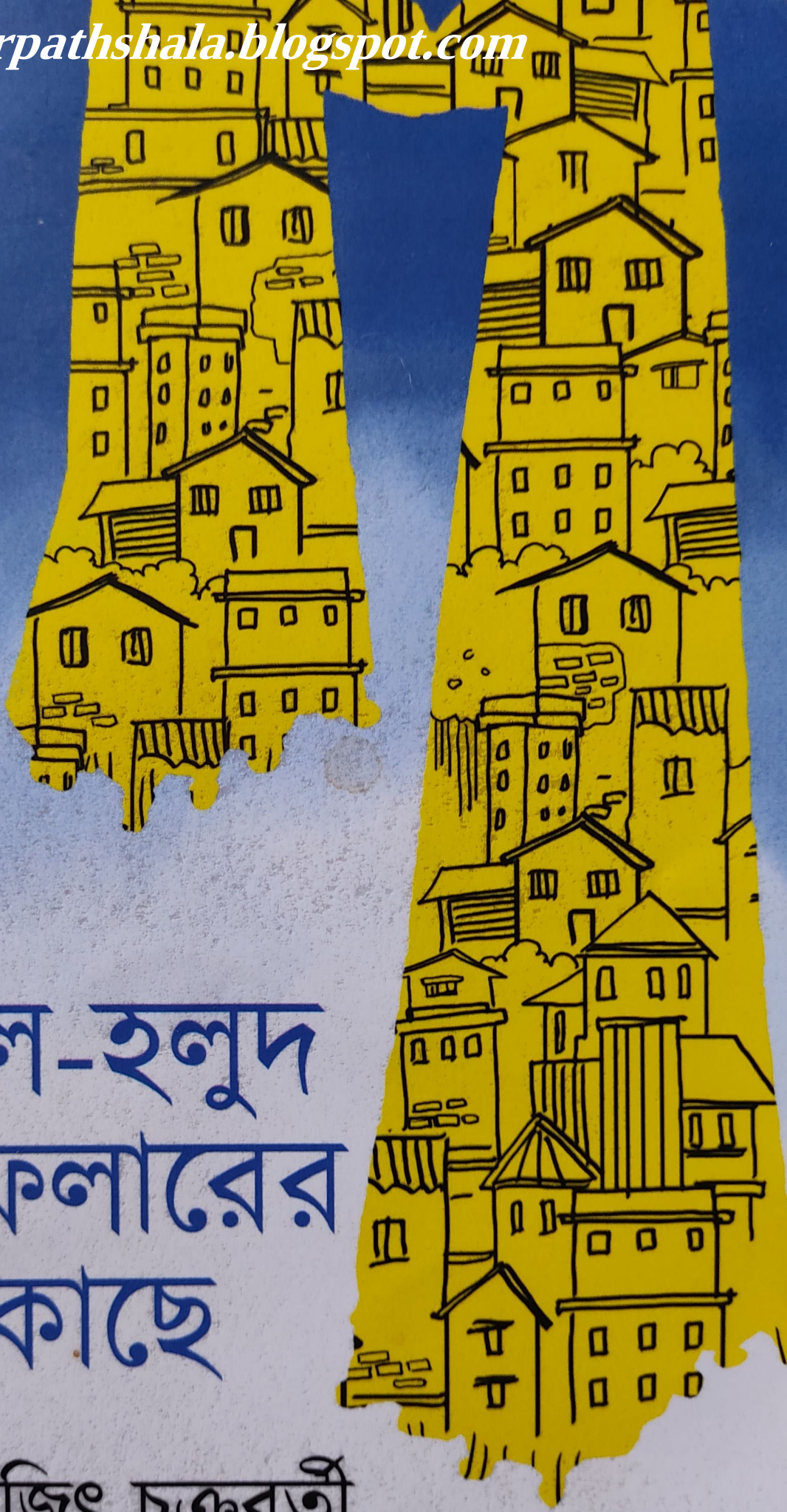

নীল-হলুদ মাফলারের কাছে

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোডের জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

Facebook.com/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

সাজি, তোমায়

ছেঁড়া জামা, ভাঙা ঘড়ি, ঝুমকোলতার ভীতু টব
আমার যা কিছু আজ এলোমেলো জড়ো করা আছে
মনে মনে রেখে আসি সব
তোমার দুহাতে ধরা ওই নীল-হলুদ মাফলারের কাছে

তোমায়

১.
যে আলোয় তুমি আসো
সেই দিন কথা নিভে যায়
নরম হাতের মতো
বিকেল দাঁড়ায় চুপ করে

একাকী স্বরের ভাঁজে
যা কিছু তোমায় বলি আজ
তা আসলে বৃষ্টির শব্দ
পৃথিবীর প্রথম শরীরে।

২.
কুয়াশার কাছে লুকোনো রয়েছে দিন
যে যার মতোন বন্ধু ফিরিয়ে নিন
হাতে পড়ে থাক মনমরা একা ভোর
মাফলার জুড়ে তুমি লেগে আছ ওর।

গাছ

ওরা 'আসব' বলে সেই যে চলে গেল
আর এল না

আমি কুঠার হাতে বসে রইলাম একা

গাছ কাটব বলে যে জঙ্গলে এসেছিলাম
বসে থাকতে থাকতে তা-ই আর মনে নেই আমার

এখন কুঠার আমায় দেখে।
ভাবে, গাছ।
ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়...

ইনসমনিয়া

চোখ বুজলেই অস্পষ্ট দেখি
রিমঝিম সিগনাল, এক মুঠো রেল কোয়ার্টার,
চা রঙের বাড়িঘর, ভাঙা পরির ভাঁজে রঙ্গন ফুল!
দেখি, লম্বা টানা ছাদ, ছড়ানো নিম ফল,
আচারের বয়াম, খুলে রাখা গোলাপী চটি,
পুরোনো কাঠের চেয়ার,
গুঁড়ো রোদ আর পরীক্ষার আগের মতো দুপুর...
শুধু চোখ বুজলে
আজ আর তোমায় দেখতে পাই না কোথাও।
কেবল শুনি, কোথায় যেন
হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল কাচের বাসন!
শুনি,
তোমার বিয়ে হয়ে গেছে কোনও এক দূর দেশে।
তুমি আর কোনোদিন ফিরবে না এ পাড়ায়!

এখন মাঝে মাঝেই বিকেলের দিকে ঝড় ওঠে খুব
তোমাদের বাড়ির ছাদে ছড়িয়ে থাকে নিম ফল,
পাতার কুচি।
হাওয়া লেগে
ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে কাচের শহর!
আর আমার ঘুম ভেঙে যায়...

আজ চোখ বুজলেই দেখি
সারা রাত জেগে আছি আমি...
ঠিক তোমার মতোই

দুই লাইন লেখা

বাসের টিকিট গুঁজে রেখে গেছ কবেকার বই
তোমার রহস্য গল্পে আমি শুধু হাইফেন হই

* * *

রাতের সে অন্ধকারে রাক্ষস কান পেতে শোনে...
তোমার শ্বাসের শব্দ... তুমি পাশ ফেরো আনমনে

* * *

শেষ অটো চলে গেছে। ঘুমের শহরতলি ফাঁকা...
মাতাল হারায় পথ... যেন আমাদের বেঁচে থাকা

* * *

কোনোদিন ছাড়বে না। কথা দিয়েছিল ভাঙা চাঁদ
এ মিথ্যে জীবন-ধর্ম : প্রাচীন সে অরণ্য-প্রবাদ

* * *

বুকের ওপর চলে তোবড়ানো মনমরা ট্রাম
চিঠির কাগজ ফাঁকা, শুধু জমে গেল বহু খাম

দুটি

ঘড়ি

তোমার জন্য ঘড়ি কিনেছিলাম আলো
হাতে পরিয়েও দিয়েছিলাম যত্ন করে
আর দেখেছিলাম
কীভাবে বকুল ছড়িয়ে আছে তোমার পাতায়

ঘড়ি তোমার হাত আঁকড়ে
চলে গেছে রানীর শহরে
শুধু ফেলে গেছে কিছু গুলমোহরের কুড়ি
আর আমায়

লোকে যাকে ভুল করে ভাবে সময়

জন্মদিনে

কখন আসো, কখন হারাও ! থই পাই না তোমায় চিনে
হাত কেটেছে বর্ষা লেগে, পা কেটেছে রোদের টিনে
মাটির শহর, ধুলোর পুতুল যখন সবাই আনছে কিনে
তখন কেন একলা এমন মাঝ বয়সের জন্মদিনে !

চিঠি

আলো-অন্ধকার, জল আর জঙ্গল পেরিয়ে
আজ এই যে আমি উঠে আসছি
এই যে শরীর থেকে আঁশ খসে পড়ছে আমার
চেরা জিভ জোড়া লেগে যাচ্ছে ধীরে ধীরে
এই যে চওড়া লিপ্তপদ
আবার নরম আর সহজ হয়ে আসছে
মানুষের মতো
তা তো কেবল তোমার জন্যই।
এই যে সমুদ্রের গর্ভ থেকে জেগে উঠছে চরাচর
তাও তো তোমারই জন্য।
তুমি ওই হাত দিয়ে ধরেছিলে বলেই তো
আজ আবার দাঁড়াতে শিখলাম আমি
ওই ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করলে বলেই তো
হাজার হাজার বছর পর আমার গ্রহে জল খুঁজে পেল মানুষ
তুমি ওভাবে তাকালে বলেই
আজ আবার চাষাবাদ করতে সাহস পেল সবাই।
তাও,
চুম্বনের স্বপ্ন যতদূর যায়
আমার পিনকোড এখনও ততদূর পৌঁছয় না।
ধর্মতলা থেকে ছেড়ে যাওয়া বাস
আর ধর্মতলায় ফিরে আসা বাসের মাঝখানে
যে অন্ধকার গুহা আর যুদ্ধের বাঙ্কার থাকে
সেখান থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখেছি আমি।
লিখছি, সেই লুপ্ত সভ্যতার জেগে ওঠার গল্প।
আর ভাবছি,
এই শূন্য, পোড়া শহর শেষ হয় না কিছুতেই,
কিন্তু ট্যাক্সির পথ এত দ্রুত শেষ হয় কেন?

ইচ্ছে করে

মাঝে মাঝে আমার
তোমার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে খুব
ইচ্ছে করে আলো আর অন্ধকার ঘষে ঘষে
জ্যোৎস্না ফোটাতে
ইচ্ছে করে তোমার বাড়ির পাশে গিয়ে বলি,
বাবুই পাখির নাম এখনও শোনোনি?
এখনও জানো না তুমি
ঘুম আর রাত ভেঙে ভেঙে
আমি তো তোমার বাড়ি বানাব বলেই
এ জীবনে আর কোনও বন্ধু করলাম না
কোনও মনখারাপ করলাম না
কোনও দোকানে গিয়ে বললাম না,
আমাকে জিভ আর মেরুদণ্ড বিক্রি করার
জায়গা দিতে হবে!
শুধু তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে করে বলে,
আমি লক্ষ্যই করলাম না
সারা জীবন একা শুয়ে আছি আমি
বরফের নির্জন গ্রহে

মাঝে মাঝে আমার খুব ইচ্ছে করে
তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখব শনিবারের বাসস্টপে
একটা একটা করে বাস চলে যাবে
আর আমি কিছুতেই আসব না তোমার কাছে
আর তোমারও খুব ইচ্ছে করবে
আমার কাছে ফিরে আসতে...

পাহারাদার

রাতের শহর জুড়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে একা ভয়
তারই মাঝে মনে পড়ে এমনও কি কোনোদিন হয় ?

এমন জুলাই মাস, লাল নীল মানুষের ভিড়
আকাশে লুকিয়ে রাখা মেঘ-জল-মায়ার শরীর

এমন আবছা কাচ, আলো ছায়া ঠোঁটের ওপর
একলা মানুষ ভাবে, এটুকুই হবে বড় জোর

তবুও সে বসে থাকে। দুটি হাতে তোমার দু'হাত।
মৃত্যুর থেকে ফেরা...
ভোরবেলা দিয়ে মোছে রাত...

তারপর পথ শেষ। ট্যাক্সি নামিয়ে দিয়ে ফেরে
একা একা সিগনাল, আলো অন্ধকার নদী ছেড়ে

বরফ গুহার বুকে বিষ আর তক্ষকের ডাক
ভাঙা শহরের গল্প, মরা নদীটির ছোট বাঁক,

পেরিয়ে সে ফিরে আসে...
আসলে ফেরে না, থেকে যায়...
ওই রাস্তার মোড়ে একা একা সে থেকেই যায়

কলকাতা আর আমি বসে থাকি তার পাহারায়

ঘুমের মধ্যে

যারা মিথ্যে মিথ্যে বলেছিল
তাদের সব সত্যি সত্যি বলে দেব এবার
ঘুম থেকে উঠে মনে করব
কার থেকে যেন তোমার ফোন নাম্বার নিতে হবে!
ভাবব, কিন্তু ফোন নাম্বার নেব না কখনও
শুধু একলা জানলায় বসে ট্রাম গুনব
ভাবব তুমি আজ টিপ পরেছ কিনা
ভাবব তোমার স্বামীর চশমা তুমি কি
আজও মুছে দাও মুখের ভাঁপ দিয়ে?
আমার চোখের কাচ ঝাপসা হয়ে আসে
আমার বুকের মাছেরা
ধীরে ধীরে ফিরে যায় নদীতে
আর আমি ভাবি,
এবার সব রুমাল ভাঁজ করে রাখব একা,
সব ডট পেনের রিফিল পাল্টে দেব চুপি চুপি
এবার সত্যি সত্যি বলে দেব সবাইকে!
বলে দেব, রোজ ভোরবেলা উঠে আমার শুধু
তোমার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে
আর রোজ রাতে ইচ্ছে করে
তুমি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র সরিয়ে চলে আসো
আমার কাছে।
আর আমায় বলো, এবার থেকে দেখো
ঘুমের মধ্যে আর
একা একা কেঁপে উঠতে হবে না তোমায়!

ঘুমের তরল সরিয়ে আমি পাশ ফিরি।
একলা পাতার মতো কেঁপে ওঠে কেউ।
দেখি, যারা যারা মিথ্যে বলেছিল
তাদের সব কথা আজ কী করে যেন
সত্যি হয়ে গেছে...

ম্যাজিক

তোমাকে তো আমি কিচ্ছুই দিইনি, আলো জল আগমনী
নিজের বলয়ে আটকে মুগ্ধ আয়নায় ভাসে শনি

ছায়াও পড়ে না, টাওয়ার পাই না! মিসকল সনাতনী
আকাশ ফাটিয়ে বৃষ্টি ঢালছে ছাই রঙ করা যোনী

তোমার সঙ্গে তৃষ্ণা হল না, বুড়ো হল মেহগনী
পাহাড়ের ধারে চিৎকার করি... ফেরে না প্রতিধ্বনি

সমুদ্র জুড়ে প্রবাল সাজাই, গাছে পান্নার খনি
ছুটির শহরে লেকের রাস্তা, তুমি মন্দারমণি

দেখা হচ্ছে না, দেখা হচ্ছে না, দেখা... হে সম্মোহনী!

জন্মান্ধ

সারাদিন কীসের যেন আওয়াজ হয় বাইরে
আমি চোখ বন্ধ করে মনে করি
পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে খুব
আর আমি লেপের মধ্যে শুয়ে
জড়িয়ে আছি তোমায়।
মনে করি,
দূরে পাইন বনের মাথায় লোমওলা কুকুরের মতো
মেঘ বসে আছে
লেপচা বস্তির থেকে কারা যেন
পাহাড়ি কুয়াশা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হেঁটে যাচ্ছে নীচের এলাচ ক্ষেতের দিকে
কারা যেন বারবার কাঠের বাড়ির বারান্দায়
নিয়ে আসছে টয় ট্রেনের শব্দ,
পুরোনো গির্জার গং,
অর্কিডের ভুলে যাওয়া ফুল।
কারা যেন লাল-হলুদ ওয়াটার প্রুফ পরে
ফিরে যাচ্ছে মনখারাপের কাছে।
উলের টুপি আর নীল-হলুদ মাফলারের কাছে।
শুধু আমি সব ভুলে জড়িয়ে ধরে আছি তোমায়,
আর ভাবছি
তুমিও কি ততটাই জড়িয়ে রয়েছ আমাকে?

ভোরের স্বপ্নে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে
আমি চোখ খুলে দেখি
বালির শহরের এক পাশ দিয়ে
মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে ট্রাম
গরীবের টয় ট্রেন

দেখি তোমার মুখের পাশে
কারা যেন রেখে গেছে রুপোর দোয়াত,
পুরনো ফুলদানি, ঝর্ণা কলম
কারা যেন লিখে গেছে
শহর বন্ধ থাকবে কাল
কাল থেকে তোমার মুখ
আর দেখা যাবে না জলের আয়নায়।

আমি ভয়ে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াই তোমার কাছে
তুমি অচেনা দুচোখ তুলে তাকাও
আর আমি শুনি
কীসের যেন আওয়াজ হচ্ছে বাইরে!
আমি নিজে বিশ্বাস করি না একটুও
তবু সবাইকে বলি,
বৃষ্টি হচ্ছে জানিস, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে খুব!
বলি, আমরা আবার একদিন
এমন বৃষ্টির সময়ে
সবাই মিলে পাহাড়ে যাব।
একদিন লেপের তলায় শুয়ে থাকব
পাইন বনের মতো ঘন হয়ে।
একদিন শুধু আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বসে থাকব
সারা রাত।

মিথ্যে বলার দোষে
পরেরবার জন্মান্ধ হব—আমি জানি।
জানি এলাচ-গন্ধে সারা জীবন বুঝতে হবে
তুমি তার সঙ্গে ঘুরতে এসেছ
এই কুয়াশায়, এই ঝর্ণার পাশে, মাফলার জড়ানো
আমার এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরে...

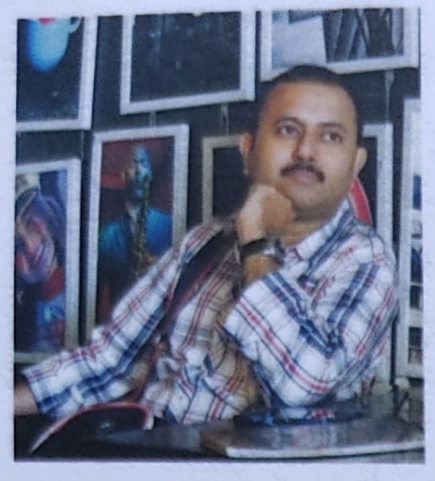

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯ জুন, ১৯৭৬, কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক। কবিতা লেখার শুরু স্কুল জীবনে। কবিতার বই আছে ৫টি। উপন্যাস ও গল্প লিখছেন ২০০২ সাল থেকে। উপন্যাস ও গল্পের বইয়ের সংখ্যা ২৩টি। শখ ঃ ফুটবল, মুভিজ।
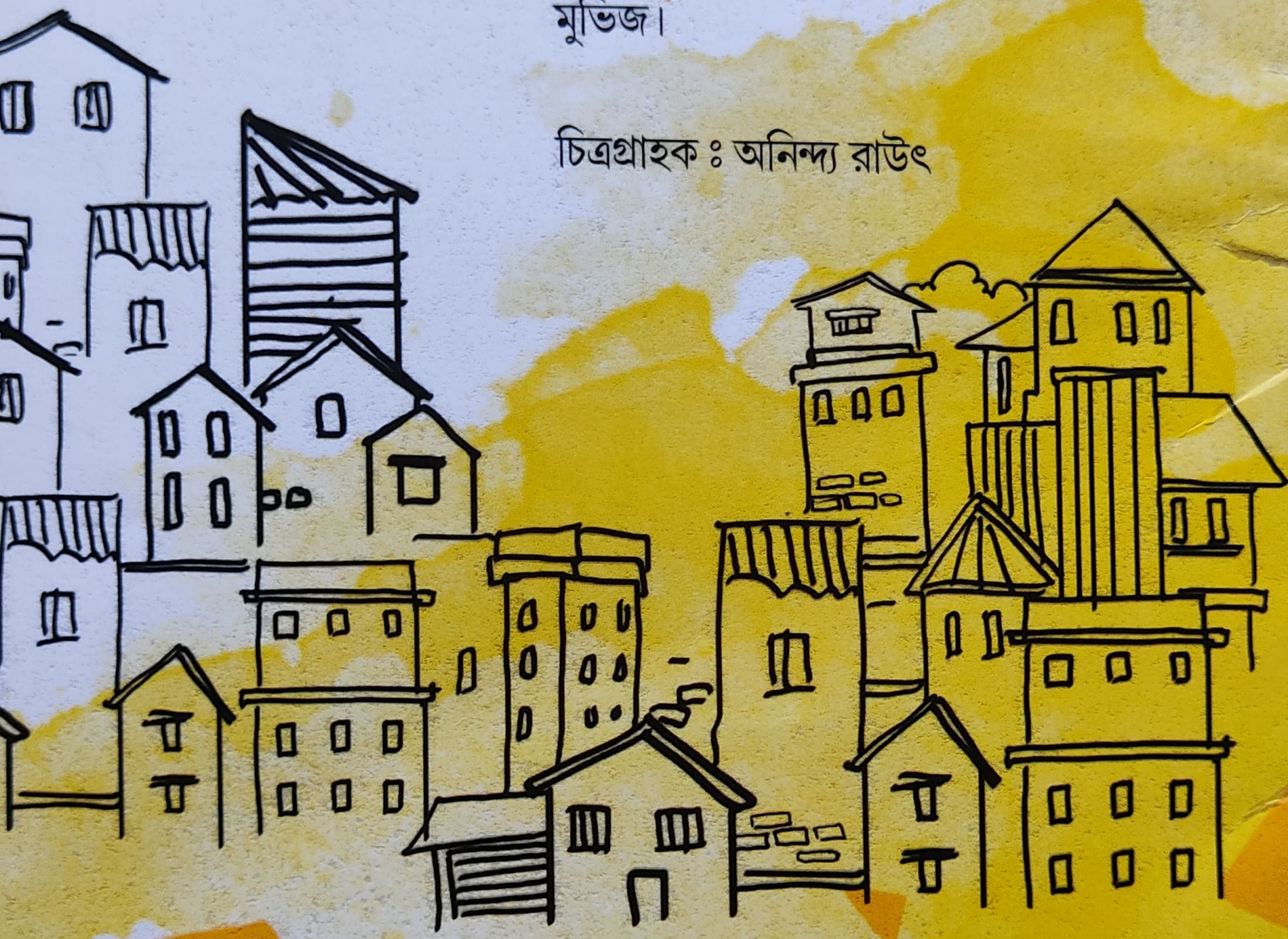
চিত্রগ্রাহক ঃ অনিন্দ্য রাউৎ